রাসূল ﷺ এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

একনজরে সিরাহ্

ফক্বীহুল আছর মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী (হাফি.)

অনুবাদ

শায়েখ মুস্তাফিজুর রহমান

NEON

একনজরে সিরাহ্

নিয়ন পাবলিকেশন

লেখক পরিচিতি

একনজরে সিরাহ্ বইটির মূল লেখক ফক্বীহুল আছর মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী (হাফি.) একাধারে একজন–আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার, ফিকহে হানাফীর বর্তমান যুগের অন্যতম ফক্বীহ্, দারুল উলুম দেওবন্দ (ওয়াকফ্) এর উপদেষ্টা, ইসলামিক ফেকাহ্ একাডেমি ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি, মুসলিম পার্সোনাল 'ল' বোর্ড ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি এবং আলমা'হাদুল আলী আল ইসলামি হায়দারাবাদ ইন্ডিয়ার প্রিন্সিপাল।

তিনি তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ্, সীরাত সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে শতাধিক কিতাব রচনা করেছেন। যেগুলো উর্দু, হিন্দী, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্থানের অধিকাংশ দারুল ইফতা ও ফতোয়া বিভাগে তাঁর লিখিত কিতাব নিয়মিত অধ্যয়ন করা হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো, আসান তাফসীরে কুরআন মাজীদ ২খন্ড, আল কামুসুল ফিকহ্ ৫খন্ড, কিতাবুল ফাতাওয়া ১২খন্ড, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ৮খন্ড, শাময়ে ফারুজা ৮খন্ড।

- দামেস্ক ইউনিভার্সিটির ফিকাহ্ বিভাগীয় প্রধান আল্লামা ড.ওয়াহবাযু হাইলী বলেন, "মাওলানা রাহমানীর কিতাব 'জাদীদ ফিক্বহী মাসায়েল' দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং তা প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছি। মাওলানা রাহমানী সাহেব উলুমে ইসলামিয়া শরইয়্যায় গভীর দৃষ্টি ভঙ্গি ও আধুনিক মাসআলা সমাধানের ক্ষেত্রে দূরদর্শীতা সম্পন্ন অন্যতম একজন বিশিষ্ট আলেম ও ফক্বীহ্।

- দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী বলেন, "মাওলানা রাহমানী আধুনিক মাসায়েলের সমাধানে খুব দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তিনি এসকল খেদমতের খুব যোগ্য ব্যক্তি।

- দেওবন্দের সিনিয়ার মুহাদ্দিস বাহরুল উলুম নেয়ামতুল্লা আজমী বলেন, "মাওলানা রহমানীকে দেখলে ফোকাহাদের কথা মনে পড়ে।"

- দারুল ইফতা মিসরের বিভাগীয় প্রধান ড. মুহাম্মাদ আনোয়ার শালবী বলেন, "মাওলানা রহমানীর মাঝে আমি আলেমদের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর চেহারায় ইমান ও ইলমে নববীর নূর দেখতে পেয়েছি।"

এছাড়াও মাওলানা আবুল হাসান নদভী (রহ.), মুফতি মুহাম্মাদ তকী উসমানী এবং আল্লামা ড. ইউসূফ কারজাভী সহ বড় বড় অনেক ওলামা ও ইসলামীক স্কলারগণ তার ইলমি ব্যক্তিত্ব ও ফিকহ্'র ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তিনি মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী, সাইয়্যেদ আনযার শাহ কাশ্মীরি ও আল্লামা সালেম কাসেমী (রহ.) প্রমুখ বড় বড় আলেমদের শিস্য এবং জাদিদ ফিকহী তাহকিকাত সহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ইসলামিক ফিকাহ্ একাডেমী ইন্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাজী ফক্বীহ মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী (রহ.) এর যোগ্য উত্তরসূরী এবং রাবেতা আলমে ইসলামী রিয়াদ সৌদির ভাইস প্রেসিডেন্ট, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌর প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে' নদভী এবং থানবী সিলসীলাহর বিশষ্ট বুযুর্গ মাওলানা মনির জৌনপুরী (দা.বা.) এর অন্যতম খলিফা।

হযরতের এই অসামান্য ইলমি খেদমতের ছোট একটি অংশ 'হায়াতি তায়্যিবা (সা.) এক নাজর মে' এই ছোট্ট বইটি। এই মূল উর্দু বইটির বাংলা অনূদিত রূপ 'একনজরে সিরাহ্'।

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথমেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনিই অধমকে এই ছোট্ট রিসালাটি অনুবাদ করার তাওফিক দান করেছেন।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নিয়ন পাবলিকেশন কর্তৃপক্ষ ও তাদের সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি। এই আনাড়ি অনুবাদককেও তাঁরা মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল্যাণেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি একাধিক আলিমের নজরে সানির ও প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর বই আকারে আমাদের সামনে। মুহতারাম নিয়াজ ভাই ও আব্দুল্লাহ আফনান ভাইয়ের প্রতি এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

মূলত বই পড়তে অনাগ্রহী ও কর্মব্যস্ত মানুষেরাও যেন নবীজির জীবনী সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখতে পারেন, সেই অনুপ্রেরণা থেকেই বইটি অনুবাদ করেছি।

সম্মানিত পাঠক! বইটিতে কোনো ত্রুটি থাকলে আশাকরি তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। বিশেষ কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে, কর্তৃপক্ষকে জানালে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে।

উর্দু রিসালাটি সংগ্রহ ও নির্বাচন করতে মুল লেখকের ছাত্র, বন্ধুবর হযরত মাওলানা মুফতী আতিক বিন নুর কাসেমী আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

মহান আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে প্রিয় নবীর (সা.) শাফায়াত লাভে ধন্য করেন। আমীন।

বান্দা মুস্তাফিজুর রহমান
রাজশাহী

প্রকাশকের কথা

কর্মব্যস্ততার অজুহাতে অনেকেরই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনী পড়া হয় না। অনেকেই এজাতীয় বইয়ের বড় কলেবর দেখেই ভয়ে পড়তে আগ্রহী হয়না; আবার চড়া মূল্যের কারণে অনেকে আগ্রহী হয়েও সাহস পায়না। অথচ মুসলমান মাত্রই নবীজির জীবনী সম্পর্কে ধারণা রাখা ঈমানের দাবী।

কেননা তিনিই যে আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন। সেই তাঁর সম্পর্কেই যদি নাজানি, তো কেমন মুসলমান আমরা?

সর্বসাধারণের এই প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করেই আপনাদের প্রিয় নিয়ন পাবলিকেশনের এবারের আয়োজন অত্যন্ত ছোট পরিসরের সংক্ষিপ্ত এই বইটি **'একনজরে সিরাহ্'**।

মূল উর্দু বইটি লিখেছেন ফক্বীহুল আছর মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী (হাফি.)। যার বিস্তারিত পরিচয় বইটিতে দ্রষ্টব্য।

মূল্যবান এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় শায়েখ মুস্তাফিজুর রহমান। নজরে সানি করেছেন মুহতারাম নিয়াজ বিন হায়দার ও মুহতারাম আব্দুল্লাহ আফনান। এবং ভাষাগত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করেছেন সুহৃদ জাফর বিপি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বইটি রাসূল (সা.) এর পুরো জীবনীকে নবুয়তের পূর্বকাল, মাক্কী জীবন ও মাদানী জীবন এই তিনটি অংশে ভাগ করে খুবই চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশাকরি, পাঠকমহল চমৎকার এই বইটি হাতে পেয়ে পুলকিত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। মাক্কী জীবন ।।

যখন রাসূল (সা.) এর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, তখন তাঁর এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলো। এসময় তিনি একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের চুড়ায় অবস্থিত গুহায় গিয়ে তিনি একাধারে কিছুদিন থাকতে লাগলেন। সেখানে তিনি সর্বদা ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং কাবার দিকে বারবার তাকাতেন।

হেরা পর্বত মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত, উচ্চতা প্রায় দু'হাজার ফিট। তার উপর অবস্থিত এই গুহা চতুষ্কোণ আকৃতির, কাবা অভিমুখী; ভেতরে প্রায় চার গজ লম্বা, পৌনে দুই গজ চওড়া এবং এক মানুষ উঁচু। মেঝে কুদরতি ভাবেই সমতল।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রায় ছয় মাস ধরে তিনি এক বিশেষ অবস্থা লক্ষ করছিলেন। স্বপ্নে যা দেখতেন দিনের আলোতে তাই বাস্তবরূপে প্রকাশিত হত।

ইতোমধ্যে এক রাতে হযরত জীবরাঈল (আ.) আসলেন, তিনি রাসূল (সা.) কে বুকে জড়িয়ে চাপ দিয়ে বললেন "পড়ুন"। রাসূল (সা.) বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না"। এভাবে তিনবার এমন হল। অতঃপর সূরা আলাকের শুরুর আয়াতগুলো নাযিল হলো।

এভাবে রাসূল (সা.) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের মুকুট পরানো হলো।

সে সময় রাসূল (সা.) এর বয়স চল্লিশ বছর ছয় মাস ছিল। কুরআনের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ঘটনাটি রমজান মাসে ঘটেছিল। অনেক আলেমদের মতে ঘটনাটি ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ঘটেছিল।

রাসূল (সা.) এ ঘটনার কারণে ঘাবড়ে গেলেন। ঘরে ফিরে এসে হযরত খাদিজা (রা.) এর কাছে ঘটনাটি বললেন। হযরত খাদিজা (রা.)

শান্তনা দিয়ে বললেন, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, মানুষদেরকে বিপদ-আপদে সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন; আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ধ্বংস করবেন না।

মক্কায় ওরকাহ্ বিন নাওফিল নামে তাওরাত ও ইঞ্জিলের একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি হযরত খাদিজা (রা.) এর নিকট আত্মীয়ও ছিলেন। সম্পর্কে চাচাত ভাই হতেন। তিনি ইঞ্জিলকে সুরিয়ানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করতেন।

হযরত খাদিজা (রা.) রাসূল (সা.) কে তার কাছে নিয়ে গেলেন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত ওরকাহ্ বিন নাওফিল অবস্থাবলী শুনে, প্রশ্নোত্তরের পর বললেন, 'এ তো সেই ফিরিশতা, যে হযরত মুসা (আ.) এর নিকট আসত।'

ওরকাহ্ শান্তনা দিয়ে বললেন, 'হায়! যদি আমি সে সময় জীবিত থাকতাম যখন আপনার জাতি ও সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দেবে!'

রাসূল (সা.) তার কথা শুনে বিস্মিত হলেন। ওরকাহ বললেন, 'যে ব্যক্তিকেই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে; তার সাথেই এমন আচরণ করা হয়েছে।'

এরপর তিন বছর পর্যন্ত রাসূল (সা.) মানুষকে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। অতঃপর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিকট আত্মীয়বর্গকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ হলো: ***"আপনি নিকট আত্মোয়বর্গকে সতর্ক করে দিন, আর যারা আপনার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মুমিনের প্রতি বিনয়ী হন।"*** (সূরা শু'আরা: ২১৪-২১৫)

তখন রাসূল (সা.) বনু হাশেমকে খানার দাওয়াত দিলেন এবং তাদের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করলেন। আবু লাহাব জোরালো ভাবে রাসূল (সা.) এর বিরোধিতা করল।

কম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) একা রাসূল (সা.) কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার ঘোষণা দিলেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হলো: ***"অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।"*** (সূরা হিজর: ৯৪)

তৃতীয় অধ্যায়

।। মাদানী জীবন ।।

মদীনায় আসার পর রাসূল (সা.) এর সামনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।

একটি হলো: মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা,

অপরটি হলো: পুরো আরব এবং সারাবিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো।

এ মহান উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রাসূল (সা.) মদীনায় শান্তি, নিরাপত্তা এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধনের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। এজন্য তিনি দু'টি পদক্ষেপ নিলেন।

প্রথমটি হলো: মুসলমান, ইয়াহুদী ও মদীনার অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি করলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধির স্বাক্ষর নিলেন।

এই চুক্তির সারসংক্ষেপ হলো: **"সকলে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকবে, সকলে যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে, কিন্তু অন্য ধর্মের লোকের ধর্মীয় কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি কোনো শত্রু মদীনায় হামলা করে তাহলে সকলে এক হয়ে প্রতিহত করবে।"**

এই চুক্তি হিজরতের ৫ম মাসে হয়েছিল।

অপর পদক্ষেপটি হলো: রাসূল (সা.) মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ এবং মদীনাবাসী আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে তুললেন। একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের মধ্যে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক করে দেওয়া হলো। তাদের সকল সম্পর্ক ভাই-ভাইয়ের মত রাখা হলো। এভাবে যেখানে নিরাশ্রয় মুহাজিরদের আশ্রয়ের ঠিকানা হয়েছে, সেখানেই ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

রাসূল (সা.) মদীনায় আসার পরই মসজিদের কথা ভেবেছেন। দুইজন এতীম বাচ্চা হযরত সাহল (রা.) এবং হযরত সুহাইল (রা.) এর জমি ক্রয় করে (যার মূল্য দশ দীনার নির্ধারিত হয়েছিল) নিজের সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

ইসলামের প্রথম জিহাদঃ

মদীনায় মুসলমানদের এভাবে শান্তিতে থাকা, নিজেদের ধর্মের প্রচার-প্রসার করা; মক্কাবাসীদের সহ্য হচ্ছিল না। এজন্য তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

ফলে ২য় হিজরির ১২ই সফর মুসলমানদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য জালিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমতি হলো। **জিহাদের অনুমতির বিষয় নিয়ে আয়াত নাযিল হলো। আয়াতটি হলো সূরা হজের ৩৯ নং আয়াত। কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতটিকে জিহাদের অনুমতির প্রথম আয়াত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।**

২য় হিজরির রমজান মাসে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর প্রথম যুদ্ধের হামলা করা হয়েছিল।

মুসলমানগণ মক্কার মুশরিকদের যুদ্ধ ও হামলা করতে আসার খবর জানতে পেরে তারাও অগ্রসর হলো। মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরে বদরের ময়দানে এ দুই সৈন্য দল মুখোমুখি হলো।

মক্কার মুশরিকদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন।

এই স্বল্পসংখ্যক যোদ্ধা নিয়েই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ের মালা দান করলেন।

এ যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন। মক্কার ৭০ জন মুশরিক নিহত হয়েছে এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছে।

বই সম্পর্কে

এই ফিতনার যুগে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হলো, রবের কালাম ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।

এই অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরতে সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন তা হলো–রাসূল (সা.) এর ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা। কিন্তু গাফলতি ও ব্যস্ততা আমাদের এতটাই উদাসীন করে রেখেছে যে, আমরা সেই মহামানব সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও রাখি না।

দীর্ঘ কলেবরের যেসকল সিরাহ্ রচিত হয়েছে সেগুলোর মোটাসোটা দেহ দেখেই আমাদের কপাল ঘেমে যায়; পড়ব কীভাবে?

তাই সকল কর্মব্যস্ত পাঠকের হৃদয়ে নববী নূর পৌঁছে দিতে এবং রাসূলে আরাবী (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে শেষ সবটা নখদর্পনে রাখার উদ্দেশ্যেই 'একনজরে সিরাহ্' রচিত ও অনূদিত হয়েছে।

NEON Publication
45, Computer Complex, 2nd Floor,
Banglabazar, Dhaka-1100
Email- neonpub.bd@gmail.com